13480 - রমজান মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রশ্ন

রমজান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকলপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। রমজান: আরবি বার মাসের একটি মাস। এ মাসটি ইসলাম ধর্মে সম্মানিত। অন্য মাসগুলোর তুলনায় এ মাসের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। যেমন : ১. আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা পালন করাকেইসলামের চতুর্থ রুকন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহতা‘আলাবলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [2 البقرة : 185]

"রমজান মাস এমন মাস যে মাসেকুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়তের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নির্দশন হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন রোজা পালন করে।"[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري (8) ، ومسلم (16) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبد الله ورسوله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان , وحج البيت" .

সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলিম (১৬)-এ ইবনউমর (রাঃ) এর হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইসলামপাঁচটিখুঁটিরউপর নির্মিত। (১) এইসাক্ষ্যদেওয়াযেআল্লাহছাড়াআরকোনোসত্যইলাহ (উপাস্য) নেই এবংমুহাম্মাদআল্লাহরবান্দাওতাঁররাসূল (২) সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা (৩) যাকাতপ্রদানকরা (৪) রমজানমাসেরোজাপালনকরাএবং (৫) বায়তুল্লাহ শরিফেরহজ্জআদায় করা"।

২. আল্লাহ তাআলা এইমাসেকুরআননাযিলকরেছেন। যেমনটিতিনি ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন:

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ] (2 البقرة : 185)

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে। [২ সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৫]তিনি আরও বলেছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ] (97 القدر: 1)

“নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।”[৯৭ সূরা আল-ক্বাদ্‌র:১]

৩. আল্লাহ তাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রেখেছেন।যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।আল্লাহ তা‘আলাবলেন:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [97 القدر: ١ – ٥]

১. নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।২. আপনি কি জানেন- লাইলাতুল কদরকি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।৪. এই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীলআলাইহিস সালাম) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন।৫. ফজরের সূচনা পর্যন্ত শান্তিময়।”[৯৭ আল-কাদর :১-৫]

তিনি আরও বলেছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ] (44 الدخان: 3)

“নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) এক মুবারকময় (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি।নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।”[৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহতা‘আলারমজান মাসকে লাইলাতুল কদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর এই বরকতময় রাতের মর্যাদা বর্ণনায় সূরাতুল কদর নাযিল করেছেন।এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেনরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:

“তোমাদেরকাছেরমজান উপস্থিতহয়েছে। একবরকতময়মাস। আল্লাহ তোমাদেরউপর এমাসেসিয়ামপালনকরাফরজকরেছেন। এমাসেআসমানেরদরজাসমূহখুলেদেয়াহয়। জাহান্নামেরদরজাসমূহবন্ধকরেদেয়াহয়। এমাসেঅবাধ্যশয়তানদেরশেকলেবদ্ধকরাহয়।এমাসেআল্লাহ এমন একটিরাত রেখেছেনযাহাজারমাসের চেয়েউত্তম।যে ব্যক্তিএরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিতহলসেব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেইবঞ্চিত।”[হাদিসটি বর্ণনাকরেছেননাসা’ঈ (২১০৬) ও

ইমামআহমাদ (৮৭৬৯) এবংশাইখ আলবানী‘সহীহুততারগীব’ (৯৯৯) গ্রন্থে হাদিসটিকেসহীহআখ্যায়িত করেছেন]

আর আবু হুরাইরাহরাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতযে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:“যে ব্যক্তিঈমানের সাথেএবং সওয়াবেরআশায়লাইলাতুলক্বদর বা ভাগ্য রজনীতেনামাজ আদায়করবেতারঅতীতেরসমস্তগুনাহমাফকরেদেয়াহবে।”[হাদিসটি বর্ণনাকরেছেনআল-বুখারী (১৯১০) ওমুসলিম (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় সিয়াম ও ক্বিয়ামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি সহীহ বুখারী (২০১৪) ও সহীহ মুসলিম (৭৬০) -এ আবু হুরায়রারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন:“যেব্যক্তি রমজানমাসেঈমানসহকারেওসওয়াবেরআশায়রোজাপালনকরবেতারঅতীতেরসমস্তগুনাহ মাফকরেদেয়াহবে।”এবং সহীহবুখারী (২০০৮) ও সহীহ মুসলিম (১৭৪)-এআবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরওবর্ণিতহয়েছেযেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবেরআশায় নামায আদায় করবে তার অতীতের সব গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।”

মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, রমজান মাসে রাতের বেলা ক্বিয়াম পালন (নামায আদায় করা) সুন্নত। ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন: “রমজান মাসেক্বিয়ামকরারঅর্থহলতারাবীরনামাযআদায়করা।অর্থাৎতারাবীরনামাযআদায়েরমাধ্যমেক্বিয়ামকরারউদ্দেশ্যসাধিতহয়।”

৫.আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলারাখেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখেন এবং শয়তানদেরকেশিকলেবদ্ধ করেন। যেমনটি দুই সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী (১৮৯৮) ও সহীহ মুসলিম (১০৭৯)-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: “যখন রমজান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলেবদ্ধ করা হয়।” ৬. এমাসেরপ্রতিরাতেআল্লাহজাহান্নামথেকেতাঁরবান্দাদেরমুক্তকরেন। ইমামআহমাদ (৫/২৫৬) আবুউমামাহ -এর হাদিসথেকেবর্ণনাকরেছেনযে,নবী সাল্লাল্লাহু‘আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন:“প্রতিদিনইফতারেরসময় আল্লাহকিছু বান্দাকে (জাহান্নামথেকে) মুক্ত করেন।”আল-মুনযিরীবলেছেনহাদিসটিরসনদেকোনসমস্যানেই। আলবানী‘সহীহুততারগীব’(৯৮৭) -গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহআখ্যায়িতকরেছেন। বাযযার (কাশফ৯৬২) আবুসা’ঈদের হাদিসথেকেবর্ণনাকরেছেনযে, তিনিবলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতি দিনে ও রাতে কিছুবান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন। আর নিশ্চয় একজন মুসলিমের প্রতি দিনে ও রাতে কবুল যোগ্য দুআ’ রয়েছে।” ৭. রমজান মাসে সিয়াম পালন পূর্ববর্তী রমজান থেকে কৃত গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়; যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে ‘সহীহ মুসলিম’ (২৩৩)-এ। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:“পাঁচ ওয়াক্তনামায, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রমজান থেকে অপর রমজান এদেরমধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়; যদি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।”

৮. এই মাসে সিয়াম পালন বছরের দশমাস সিয়াম পালন তুল্য। সহীহ মুসলিম (১১৬৪)-এআবু আইয়ূব আনসারীর হাদিসেবর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোজারাখল সে যেন সারা বছররোজা পালন করল”।

ইমাম আহমাদ (২১৯০৬)বর্ণনা করেছেন যে, নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:“যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল- রমজানের একমাস রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য। আরঈদুল ফিত্রের পর (শাওয়াল মাসের) ছয় দিন রোজা রাখলযেন গোটা বছরের রোজা হয়ে গেল।”

৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামের সাথেইমাম যতক্ষণ নামায পড়েন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল (তারাবী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে।দলিল হচ্ছে- আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে হাদিস বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন: “যে ব্যক্তি ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে কিয়াম করবে তার জন্য সারারাত কিয়াম করার সওয়াব লেখা হবে।”আলবানী ‘সালাতুত তারাবী’ গ্রন্থ (পৃঃ ১৫) –এ হাদিসকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

১০. এই মাসে উমরাআদায় করাহজ্জকরারসমতুল্য। ইমামবুখারী (১৭৮২) ওমুসলিম (১২৫৬) ইবনে আব্বাসথেকেবর্ণনাকরেনযে, তিনিবলেন:রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন:“কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হজ্জ করতে বাধা দিল?”মহিলা বললেন:“আমাদের পানি বহনকারী শুধু দুটো উট ছিল।”তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে চড়ে হজ্জে গিয়েছিলেন।তিনি বললেন:“আর আমাদের পানি বহনের জন্যএকটি পানি বহনকারী উট রেখে গিয়েছেন।”তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:“তাহলে রমজান এলে আপনি উমরা আদায় করুন। কারণ এ মাসেউমরাকরা হজ্জ করার সমতুল্য।”

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে: “......আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।”

১১. এ মাসে ইতিকাফ করা সুন্নত। কারণ নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামপ্রতি রমজানে ইতিকাফ করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়েশারাদিয়াল্লাহুআনহাথেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজান মাসের শেষে দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৯২২) ও মুসলিম (১১৭২)]

১২. রমজান মাসে পারস্পারিক কুরআন তেলাওয়াত ও ব্যক্তিগতভাবে বেশি বেশি তেলাওয়াত করা তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব্ব।মুদারাসা বা পারস্পারিক তেলাওয়াত বলতে বুঝায় একজন তেলাওয়াত করা অন্যজন সেটা শুনা। আবার দ্বিতীয়জন তেলাওয়াত করা এবং প্রথমজন সেটা শুনা।এই পারস্পারিক তেলাওয়াত মুস্তাহাব্বহওয়ারদলীল হলো:

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري (6) ومسلم (2308)

“জিবরাইল (আঃ)রমজানমাসে প্রতিরাতেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরসাথেসাক্ষাৎকরতেনএবং পরস্পরকুরআন তেলাওয়াতকরতেন।”[হাদিসটি বর্ণনাকরেছেনইমামবুখারী (৬) ওমুসলিম (২৩০৮)]

যে কোনো সময় কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আররমজানে এটি আরো বেশি তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব। ১৩. রমজান মাসে রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো মুস্তাহাব্ব।এর দলীল হচ্ছে-যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه الترمذي (807) وابن ماجه (1746) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (647).

“যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি রোজাদারের সমতুল্যসওয়াবপাবে।কিন্তু সেই রোজাদারের সওয়াবেরকোনো কমতি করা হবে না”।[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (৮০৭) ওইবনে মাজাহ (১৭৪৬)।শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তিরমিযী’(৬৪৭) গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন]দেখুন প্রশ্ন নং (12598)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।